সংবাদ

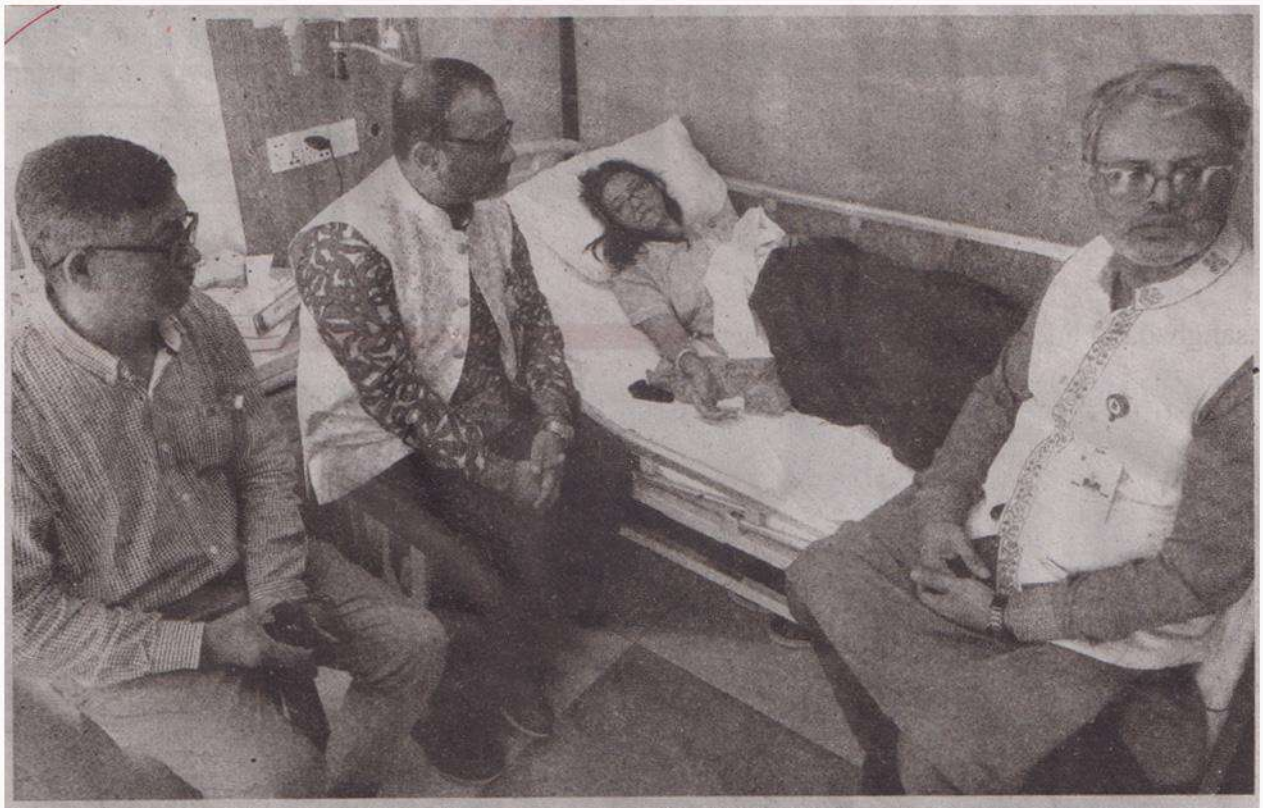

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৫ জানুয়ারি মতিঝিলে আদিবাসী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তনচংগা এবং সরকারি তিতুমীর কলেজের একজন শিক্ষার্থীকে দেখতে গতকাল বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে যান —সংবাদ

মানবজমিন

আহত শিক্ষার্থীকে দেখতে হাসপাতালে ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার: মতিঝিলের হামলায় আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বার্তায় এমনটা জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ১৫ই জানুয়ারি আদিবাসী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তনচংগা এবং সরকারি তিতুমীর কলেজের একজন শিক্ষার্থীকে দেখতে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে যান তিনি। এ সময় তিনি আহত শিক্ষার্থী, তাদের পরিবারের সদস্য ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। তিনি তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। এ সময় তিনি আহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং শিক্ষার্থীদের আগামী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ও আহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও সহকারী প্রক্টরগণ গত ১৬ই জানুয়ারি রাতেও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং আহত শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

আমাদের সময়

বৈজ্ঞানিক গবেষণার শীর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

■ ক্যাম্পাস সময় ডেস্ক

অজানাকে জানার জন্য, সত্যান্বেষণ এবং সর্বোপরি সম্ভাবনার নবদ্বার উদ্‌ঘাটনের অভিপ্রায়ে মানুষ গবেষণায় ব্রতী হয়। আদিম যুগের আগুন আবিষ্কার থেকে আজকের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি– সবই দীর্ঘদিনের অবিচল গবেষণার সোনালি ফসল। সুতরাং উন্নয়নের ক্রমধারা অব্যাহত রাখতে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণা করতে গিয়েই এই জ্ঞান আহরণের দ্বার উন্মোচিত হয়। গবেষককে বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সব বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা বাঞ্ছনীয়। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন গবেষণায়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'স্কোপাস ডাটাবেজের' বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৪ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের সংখ্যায় শীর্ষে উঠে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। দ্বিতীয় অবস্থান ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির। আর তৃতীয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'স্কোপাস ডাটাবেজের' বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের গবেষণা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ম্যাগাজিন 'সায়েন্টিফিক বাংলাদেশ'। এবার শীর্ষ দশে দেশের তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। স্কোপাসের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে দেড় হাজার প্রকাশনা নিয়ে দেশে গবেষণায় শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে ঢাবি। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪১০। ১ হাজার ১০০-এর বেশি প্রকাশনা নিয়ে এ তালিকায় দ্বিতীয় ড্যাফোডিল আগের বছর ছিল ১ হাজার ৮০। প্রায় ৯০০ প্রকাশনা নিয়ে বুয়েট আছে তিনে, চতুর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পরের অবস্থানগুলোতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পঞ্চম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ষষ্ঠ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তম, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অষ্টম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নবম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দশম। ২০২৪ সালে বাংলাদেশি গবেষকদের প্রকাশনার প্রধান বিষয়গুলো ছিল প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। তবে ২০২৪ সালে কোনো পেটেন্ট নিবন্ধিত হয়নি। এ ছাড়া গত বছর টেক্সটাইল গবেষণায় প্রথম প্রকাশনা দেখা গেছে। ১৫ হাজার ৪১৩টি প্রকাশনা নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান প্রথম ও পাকিস্তান দ্বিতীয়।